নারীর 'স্যার' হতে চাওয়া একটি পুরুষতান্ত্রিক অভিলাষ

উম্মে মুসলিমা

একদা আমি ও আমার বর দুজনেই সরকারি কর্মচারী ছিলাম। বলা বাহুল্য, তার অধস্তন সহকর্মীরা আমাকেও স্যার সম্বোধন করতেন। কেবল গৃহবধূ হলে 'ভাবি' ডাকতেন নিঃসন্দেহে। একদিন ফোনে এক বিনয়ী পুরুষকণ্ঠ অনুরোধ করলেন, 'স্যার, মেয়ের বিয়ের কার্ড দিতে আসব। স্যার কি বাসায় থাকবেন স্যার?' শোনামাত্র বুঝতে পারলাম না তিনি কি আমাকেই বাসায় আছি কি না জিজ্ঞাসা করলেন না তার নিজের বসকে? বললাম, 'উনি বাইরে, আমি আছি'। 'স্যার, আপনাকেই দিতে চাচ্ছি স্যার'। বুঝলাম।

আশির দশকে এক সরকারি দপ্তরে সেই প্রথম আমরা চারজন নারী প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করি। আমাদের সাথে যোগদান করেন আরো পঁচিশজন পুরুষ সহকর্মী। বেশ কজন সহকারী ও বার্তাবাহক নারী আগেই সেই দপ্তরে ছিলেন। প্রথম কয়েকদিন কক্ষ বরাদ্দ না হওয়া পর্যন্ত আমরা সবাই হলরুমে বসে কাজ বুঝে নিচ্ছিলাম। একজন পুরুষ বার্তাবাহক হাত কচলাতে কচলাতে পুরুষ সহকর্মীদের কাছে গিয়ে বললেন, 'স্যার, আপনাদের জন্য কি চা-শিঙাড়া আনব?' পরে আমাদের দিকে এসে বিনয়ের ধার না ধেরে সটান জিজ্ঞাসা করলেন 'বইন, আপনারা কি চা খাবেন?' সে সময়ে নারীদের ম্যাডাম বা ম্যাম ডাকের প্রচলন শুরু হয় নি। বার্তাবাহক 'আপা' সম্বোধনও করলেন না।

যাই হোক, তারপর দীর্ঘ পথপরিক্রমায় যথাক্রমে আপা ও ম্যাডাম অতিক্রান্ত হয়ে কবে কবে যেন নারী 'স্যার' হয়ে উঠলেন। এই সম্বোধন কে বা কারা কবে এবং কোন প্রজ্ঞাপনবলে শুরু করে দিলেন তা চোখে পড়ে নি, কিন্তু ব্যাপক হারে 'স্যার, স্যার' ধ্বনিত হতে লাগল। বিদেশি সংস্থার সাথে কাজ করার সুবাদে চিঠিপত্রে যোগাযোগ বজায় রাখার সময় অপরপক্ষ চিঠির সম্বোধনে 'ডিয়ার স্যার/ম্যাডাম' লিখত। সামনাসামনিও তারা নারী চাকুরেদের সম্মান দেখিয়ে কখনো কখনো ম্যাডাম ডাকতেন, পুরুষদের নাম ধরে মি. অমুক। জানি না কোনো দেশে ডাকা হয় কি না, তবে আমার জানামতে বিশ্বের কোথাও নারী অফিসিয়াল বা নারী রাজনৈতিক ব্যক্তিকে কেউ 'স্যার' সম্বোধন করেন না। সেখানে নাম ধরে ডাকাই রেওয়াজ। খুব সম্মান করে আফ্রিকার কোনো কোনো দেশ-সমাজে বিশেষ সম্মানিত নারীদের নামের আগে 'লেডি' ব্যবহার করা হয়। যেমন কারো নাম যদি হয় ইসরাত জাহান, তাকে ডাকা

হয় 'লেডি ইসরাত' বলে। আমাদের দেশে কোনো নারী যদি 'স্যার' ডাক শুনতে ভালোবাসেন, সেটা তার ব্যক্তিগত ক্ষমতার সীমাকে বিস্তৃত করবার অভিপ্রায়ে। কিন্তু কেউ যদি না জেনে বা অভ্যাসবশত সেই নারীকে আপা/ম্যাডাম বা অতি বিনয়ে মা জননী ডেকে বসেন, তখন সম্বোধনকারীর ওপর খড়্গহস্ত হওয়া প্রমাণ করে তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির অসম্পূর্ণতাকে।

প্রশাসনের নারী কর্মকর্তাকে 'স্যার' ডাকা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে তোলপাড়। 'স্যার' তো পুরুষ, নারী কোন ছার! কেউ বলছেন কেউ কারো স্যার নয়, যে ইংরেজ এদেশে 'স্যার' সম্বোধন চালু করেছিল, তার নিজের দেশ থেকে 'স্যার' সম্বোধন বিলুপ্ত হয়ে গেছে বহু আগে। তা বটে। কিছুদিন আগে একটা ভিডিও বেশ প্রচার পেয়েছিল। তখন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। দেখা গেল তিনি একটা পুরোনো বাইসাইকেল দাঁড় করিয়ে মোড়ের দোকান থেকে কী যেন কিনলেন। তারপর নড়বড়ে সাইকেলটি বেশ কসরত করে চালিয়ে চলে যাবার সময় পেছনের দোকান থেকে এক তরুণ বলে উঠলেন, 'বি কেয়ারফুল, বরিস'।

কেউ বলছেন 'স্যার' বলব কেবল শিক্ষকদের। শিক্ষক ছাড়া কোনো স্যার নেই। তার মাথায় ছিল নিশ্চয় পুরুষ শিক্ষক। তিনি তার জীবদ্দশায় হয় নারী শিক্ষক পান নি, নয় নারী শিক্ষককে 'স্যার' ডাকার কথা স্বপ্নেও ভাবেন নি। কারণ 'স্যার' শব্দটি পুরুষবাচক বলেই ধরে নেওয়া হয়। যদি সেই স্যার হন নারী নিপীড়ক, নারীবিদ্বেষী তাহলেও কি কেবল শিক্ষক বলেই তাকে কদমবুচি করা যাবে? এখনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় নারী শিক্ষক 'স্যার' হয়ে ওঠেন নি। যদিও 'স্যার' শব্দটির অর্থ জনাব বা মহোদয় করেছি আমরা, তাই এটা একটি জেন্ডার-নিরপেক্ষ শব্দ ধরে নেওয়া যায়। চিঠিপত্রে চলে, কিন্তু কাউকে আমরা জনাব বা মহোদয় সম্বোধনে ডাকি না। প্রতিরক্ষা বাহিনীতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, আইন পেশায়, ব্যবসায়ে, বেসরকারি সংস্থায় নারী কর্মকর্তারা 'স্যার' নামে সম্বোধিত হন বলে শুনি নি।

প্রশাসনের কর্মকর্তাদের স্যার বা ম্যাডাম বলে সম্বোধন করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, বলেছেন বাংলাদেশের জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী। তাহলে কে কাকে কী নামে সম্বোধন করবেন, তার কোনো যুতসই জবাব পাওয়া যায় নি। ভাসুরের নাম মুখে না এনে ধরেই নেওয়া যায় অতি উৎসাহীরা 'মহাজ্ঞানী মহাজন যেপথে করে গমন হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়, সেই পথ

লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্ত্তি ধ্বজা ধরে আমরাও হব বরণীয়'। তবে জ্ঞানী মহাজনেরা নিজের আকাঙ্ক্ষা অপরের ওপর চাপিয়ে দেন না।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে ব্রিটিশ সরকার 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করলে তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামে পরিচিতি পান। ওদিকে বিশ্বের বিজ্ঞানীদের পথিকৃৎ নোবেলজয়ী মারিয়া সেক্লাডোস্কার কুরিকে মাদাম মেরি কুরি হিসেবেই বিশ্ব চেনে, স্যার মেরি কুরি নয়। সুতরাং লিঙ্গ বিভেদ হলেও স্যার এবং ম্যাডাম-এর অর্থ অভিন্ন।

একবার বিদেশে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম সকালে অফিসে সাদা বস স্টিফেন কফি বানাচ্ছেন আর তার অফিস সহকারী আফ্রিকান নারী ডেভি চিঠিপত্র সামলাতে সামলাতে বসকে বলছেন 'স্টিফেন, আমাকেও এককাপ দিও'। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল বাংলাদেশে আমার বসের চেহারা। তিনি নিজে কফি বানাবেন আর আমি পাতি কর্মকর্তা তার কাছে এককাপ চাইব, তার আগে আমার মরণ হলে ভালো! আমরা বীরের জাতি, সভ্য বলে আস্ফালন করা পাক-পবিত্রদের খেদিয়ে বুকের রক্ত ঢেলে লাঠিসোঁটা দিয়ে দেশ স্বাধীন করি, কিন্তু বসদের প্রভু মানি আর প্রভুরা সেবাগ্রহীতাদের গোলাম ভাবেন।

সরকারে নারী নেতৃত্ব বা সরকারি চাকরিতে নারীদের ক্রমবর্ধমান অন্তর্ভুক্তি দেশের সার্বিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য মাত্রা যোগ করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু পুরুষ ও ক্ষমতা যে একে অন্যের পরিপূরক এই ধারণায় মনোজগৎ এখনো স্থির। যেন ক্ষমতাবান হতে হলে পুরুষ হতে হবে। তাই নারীর 'স্যার' ডাক শুনতে চাওয়াও এক ধরনের পুরুষতান্ত্রিক অভিলাষ। নারী নারীরূপেই ক্ষমতাবান। প্রাচ্যের খনা বা প্রতীচ্যের জোয়ান অব আর্ক প্রজ্ঞাবান নারী হিসেবেই সংগ্রাম করে প্রাণ দিয়েছেন। ব্রিটেনের বিজনেস অ্যানালিস্ট অলাদায়ো গাব্রিয়েল এক গবেষণায় বলেছেন 'উওমেন আর বেটার এমপ্লয়িজ দ্যান মেন'। নারীর ভেতরের শক্তি নারীকে মহিমা দান করে। কেউ 'স্যার' ডাকলেই নারীর নিজেকে পৌরুষদীপ্ত ভাবায় গৌরবের কিছু নেই। কোনো সংসারে মা উপার্জনক্ষম ও ক্ষমতায়িত হলে তাকে যেমন 'বাবা' ডাকা যায় না, তেমনি 'স্যার' সম্বোধনেও নারীশক্তি কোথাও খর্ব হয় না। নারীবাচক কোনো সম্বোধনে নারীর আত্মশ্লাঘা বোধ করা আত্মমর্যাদারই লক্ষণ।

উম্মে মুসলিমা কথাসাহিত্যিক। muslima.umme@gmail.com